ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ডিলার নিয়োগের সংশোধিত গাইড লাইন-২০২০

কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী যথাঃ চিনি, মশুর ডাল, সয়াবিন তেল, ছোলা ও খেজুর ইত্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রনে রাখার লক্ষ্যে টিসিবি ভোক্তা সাধারণের নিকট সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় ও সরবরাহ করে থাকে। পবিত্র রমজান, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা ও পূজাপার্বণসহ বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজনে ডিলারদের মাধ্যমে নির্ধারিত দোকান ও ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে উক্ত পণ্যসমূহ বিক্রয় করা হয়। টিসিবির এসকল বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম ডিলারদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাই যথাযথ ডিলার নিয়োগ করা টিসিবি'র জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিলার নিয়োগের সময় আবেদনকারীকে আবেদনের সাথে নমুনা মোতাবেক কর্তৃপক্ষ বরাবর নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করতে হয়;

® আবেদনের সাথে

০১। দুই কপি ছবি।
০২। ট্রেড লাইসেন্স (মুদি ব্যবসায়ী)।
০৩। ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট।
০৪। জাতীয় পরিচয় পত্র (NID)
০৫। আয়কর সনদপত্র (TIN)
০৬। দোকান ভাড়া দলিল/মালিকানার প্রমাণক।
০৭। VAT নিবন্ধন সনদপত্র (যদি থাকে)।
০৮। চেয়ারম্যান/পৌরসভা/ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ।
০৯। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর অনুকুলে আবেদন ফি বাবদ ৫,০০০/-টাকার (অফেরতযোগ্য) পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট। আবেদন ফিসহ আবেদন কোন ক্রমেই ডিলারশীপ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বহন করে না।

® আবেদন অনুমোদনের পর

১০। লাইসেন্স ফি দুই বছরের জন্য ১০,০০০/- টাকা (অফেরতযোগ্য)। আবেদন অনুমোদনের পর টিসিবি'র অনুকূলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
১১। জামানত ৩০,০০০/- টাকা (ফেরতযোগ্য)।
১২। প্রতি দুই বছরের জন্য নবায়ন ফি ১০,০০০/- টাকা এবং নবায়ন বিলম্ব ফি প্রতি বছরের জন্য ১,০০০/- টাকা।

উপরিউক্ত কাগজপত্রসহ প্রাপ্ত আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতের ভিত্তিতে ডিলার নিয়োগ করা হয়। কাগজপত্র যথাযথ প্রতীয়মান হলে টিসিবি কর্তৃপক্ষ বর্ণিত তদন্ত ছাড়াই জরুরী প্রয়োজনে/বিশেষ বিবেচনায় যে কোন প্রতিষ্ঠানকে ২ বছরের জন্য সাময়িক ডিলার নিয়োগ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদনে বিরুপ কোন মন্তব্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষনিকভাবে সাময়িক ডিলারশীপ বাতিল করে জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। তবে সাফল্য জনক ভাবে ২ (দুই) বৎসর সমাপ্তিতে সাময়িক ডিলারগণ নির্ধারিত আবেদন ফি ৫,০০০/-টাকার (অফেরতযোগ্য) পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট, ২ বছরের লাইসেন্স ফি ১০,০০০/- টাকা অফেরতযোগ্য ও জামানতের ফি ৩০,০০০/- টাকা (ফেরৎযোগ্য) ইতিপূর্বে জমাকৃত ১৫,০০০/- টাকা জামানতসহ পূণরায় যথানিয়মে টিসিবি'র ডিলারশীপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ নিয়ম অন্যান্য ডিলারদের জন্য নবায়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জেলা, উপজেলা, নগর, মহানগর বা অন্য কোন এলাকার ভৌগলিক অবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক গুরুত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করে টিসিবি কর্তৃপক্ষ ডিলারের সংখ্যা নিরূপন করবেন।

(খ) ডিলারশীপ বাতিলঃ

নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে ডিলারশীপ বাতিল করে জামানত বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে;

১। ডিলারশীপ চুক্তি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের ২ (দুই) বছরের মধ্যে নবায়ন না করা হলে।
২। টিসিবির অনুমতি ব্যতিত দোকানের স্থান পরিবর্তন করলে বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তর করলে।
৩। ডিলারশীপ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত বৈধ কাগজপত্র/দলিলাদি প্রয়োজন উহা (পূর্বে বর্ণিত ১-৫) স্থগিত বা বাতিল হলে বা নবায়ন না করলে অথবা অসত্য প্রমাণিত হলে।
৪। কোন অভিযোগ বা অনিয়মের ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন বা কোন কর্তৃপক্ষ ডিলারশীপ বাতিলের সুপারিশ করলে।
৫। বরাদ্দকৃত দ্রব্য বিক্রয়ে অনিয়ম, ওজন বা মুল্যে কারচুপি করলে অথবা কালোবাজারে বিক্রয় করলে।
৬। টিসিবি'র নিকট কোন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাপ্ত হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে।
৭। পর পর তিনবার মাল উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে।

৮। ১-৫ মেঃ টন পণ্য মজুদ করার মত গুদাম না থাকলে।
৯। টিসিবি কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় যদি ডিলারশীপ বাতিল করা সমীচিন প্রতীয়মান হয়।
১০। টিসিবি নির্ধারিত সাইন বোর্ড, ব্যানারসহ টিসিবি কর্তৃক অন্যান্য সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে।
১১। একই পরিবারের একাধিক সদস্যের ডিলারশীপ থাকলে (একই পরিবারের সদস্য বলতে বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, অবিবাহিত ভাই-বোন, অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।
১২। টিসিবি'র কর্মকর্তা কর্মচারীর পরিবারের সদস্য বা টিসিবি'র সাথে কোনরুপ চুক্তিবদ্ধ থাকলে।
১৩। কোন আদালত/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্য বিক্রয়ের অনিয়মের ফলে জরিমানা/দন্ড প্রাপ্ত হলে।
১৪। টিসিবি'র কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ করলে বা অসত্য অভিযোগ দায়ের করলে।
১৫। ট্রাকসেলে পণ্য বিক্রয়কালীন ভূয়া/ভুল মোবাইল নম্বর প্রদান করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখলে।

১ লা জুলাই ২০২০ হতে এ গাইড লাইন কার্যকর হবে এবং এতদসংক্রান্ত পূর্বের সকল নির্দেশনা বাতিল বলে গণ্য হবে। ৩০ জুন ২০২০ এর পুর্বে অনুমোদনকৃত ডিলার যারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন নাই তাদের অনুমোদন ১ লা জুলাই ২০২০ হতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

টিসিবি কর্তৃপক্ষ এ গাইড লাইনের ভিত্তিতে সময়োপযোগী অন্যান্য আবশ্যক নির্দেশনা প্রণয়ন ও জারী করবেন।